গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সম্পত্তি শাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৮৪.১৮-৩৫৭

তারিখঃ ২৮ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ / ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

বিষয়ঃ ঢাকা-(কাঁচপুর)- ভৈরব- জগদীশপুর- শায়েস্তাগঞ্জ- সিলেট-তামাবিল-জাফলং (এন-২)জাতীয় মহাসড়কের ১৪৪তম কিলোমিটারে অলিপুর মৌজায় নিজস্ব ভূমিতে নির্মিত হবিগঞ্জ এগ্রো লিমিটেড নামক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাতায়াতের জন্য সওজ অধিগ্রহণকৃত ১০.৩৩ শতাংশ ভূমিতে প্রদত্ত বাণিজ্যিক প্রবেশপথের ইজারা নবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ সওজ অধিদপ্তরের স্মারক নম্বর-এল.আর.ডি-হবিঃ ৯৯/২০১৮-৭৯৪ প্রঃ প্রঃ, তারিখ-০১.১১.২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ভূমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর আলোকে হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা-(কাঁচপুর)- ভৈরব- জগদীশপুর- শায়েস্তাগঞ্জ-সিলেট-তামাবিল-জাফলং (এন-২) জাতীয় মহাসড়কের ১৪৪তম কিলোমিটারে সড়কের বামপার্শ্বে অলিপুর মৌজার জেএল নম্বর-১০২, এস.এ খতিয়ান নম্বর-৯৪ ও দাগ নম্বর-১৩৮ (অংশ) এর সওজ মালিকানাধীন ১০.৩৩ শতাংশ ভূমি সৈয়দ মনজুর রাশেদ, প্রজেক্ট ম্যানেজার, "হবিগঞ্জ এগ্রো লিমিটেড"-এর অনুকুলে প্রদত্ত ১(এক)টি বাণিজ্যিক প্রবেশপথের ইজারা **(মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ অর্থাৎ গত ২৮.০৯.২০১৬ তারিখ হতে ১০ বছর)** বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী ধার্যকৃত এককালীন ফি ও নির্ধারিত বাৎসরিক ইজারা ফি (প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়করসহ) সর্বমোট **১০,২৬,৫৭৪.৭৪** (দশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার পাঁচশত চুয়াত্তর টাকা চুয়াত্তর পয়সা) টাকা জমা প্রদান সাপেক্ষে নিম্নোক্ত শর্তে সম্পূর্ণ অস্থায়ীভিত্তিতে নবায়নের অনুমতির প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছেঃ

শর্তসমূহ

১) এ অনুমতি ১০ (দশ) বছরের জন্য বলবৎ থাকবে;
২) ইজারা নবায়ন চুক্তি সম্পাদনের পূর্বেই ইজারা গ্রহীতাকে এককালীন ফি ও ১০ (দশ) বছরের বাৎসরিক ইজারা ফি এবং প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর পরিশোধ করতে হবে এবং আদায়কৃত ফি নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে জমা প্রদান করতে হবে;
৩) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উপরিভাগের প্রশস্ততা হবে সর্বোচ্চ ২৪(চব্বিশ) ফুট। তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রবেশ পথের ঢালের অনুপাত ১:২ অতিক্রম করা যাবে না;
৪) কোনক্রমেই প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের উচ্চতা মূল সড়কের উচ্চতার বেশী হতে পারবে না;
৫) প্রবেশপথ/সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজ সওজ কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী করতে হবে;
৬) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির পানি নিষ্কাশনের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক নিজস্ব ব্যয়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের নক্সা অনুযায়ী স্থাপনা যেমন: ব্রিজ, পাইপ, কালভার্ট, বক্স কালভার্ট, ক্রস ড্রেন ইত্যাদি নির্মাণ করতে হবে, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে করতে হবে এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রস্তাবিত প্রবেশপথ/সংযোগ সড়ক এবং ড্রেন/কালভার্ট নির্মাণ সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী নিশ্চিত করবেন;
৭) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির অতিরিক্ত ভূমি ব্যবহার করা যাবে না;
৮) ইজারা গ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা গ্রহণ করেছেন তার বাইরে অন্য কোন কাজে এ ভূমি ব্যবহার করতে পারবেন না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা ভূমি উন্নয়ন বাবদ যে অর্থ ব্যয় করেছেন তার বিপরীতে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারবেন না;
৯) ইজারা প্রদানকৃত ভূমিতে অথবা ভূমির আশে পাশে কোন ধরণের স্থায়ী/অস্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না;
১০) ইজারা প্রদানকৃত ভূমির আশে পাশে কোন ব্যবসা পরিচালনা করা যাবে না এবং বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড স্থাপন করা যাবে না;
১১) ইজারাকৃত ভূমিতে এমন কোন কর্মকাণ্ড করা যাবে না যাতে প্রাকৃতিক নদী, খাল, নালা, বিল, হাওর, বাওর ইত্যাদির পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়;
১২) কর্তৃপক্ষ ইজারাকৃত ভূমি বা ভূমির স্থাপনা যে কোন সময় যে কোন প্রয়োজনে পরিদর্শন করতে পারবেন;
১৩) ইজারাকৃত ভূমি অপর কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষের অনুকূলে সাব লীজ প্রদান বা ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর করা যাবে না। বন্ধক রেখে কোন প্রকার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করা যাবে না। করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সকল দায় ইজারা গ্রহীতার উপর বর্তাবে;

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠা পর

১৪) চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে অথবা ইজারাকৃত ভূমি ভবিষ্যতে মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে প্রয়োজন হলে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের নোটিশে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবেন। ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে কর্তৃপক্ষ ইজারা গ্রহীতার নিকট হতে এ মর্মে একটি হলফনামা (Affidavit) গ্রহণ করবেন যে, মহাসড়ক সংস্কার, মেরামত ও সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনে ইজারাকৃত ভূমির ইজারা বাতিল করা হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানকৃত ভূমির দখল ছেড়ে দিতে হবে এবং এ জন্য ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কোন প্রকার ওজর আপত্তি বা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না, কোন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবেন না, প্রদত্ত এককালীন ফি ও ইজারা ফি ফেরতের দাবী করতে পারবেন না এবং নোটিশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ইজারা প্রাপ্ত ভূমির দখল কর্তৃপক্ষ বরাবর হস্তান্তরে বাধ্য থাকবেন। এক্ষেত্রে ১ নম্বর শর্তের কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং নির্ধারিত সময়সীমার জন্য প্রদত্ত কোন ফি বা অর্থ ফেরত দেয়া হবে না;

১৫) ইজারা গ্রহীতাকে যে উদ্দেশ্যে ভূমি ইজারা প্রদান করা হয়েছে তার বাইরে উক্ত ইজারাদার অননুমোদিতভাবে কোন খনন, ভরাট, বৃক্ষ নিধন, স্থাপনা নির্মাণ বা পরিবেশ বিনষ্টকারী কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবেন না, করলে কোন প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইজারা বাতিল করা হবে এবং প্রদত্ত এককালীন ফি ও বাৎসরিক ফি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। এক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বাজেয়াপ্তকৃত অর্থের অধিক হলে Public Demand Recovery (PDR) Act 1913 অনুযায়ী আদায় করা হবে;

১৬) মহাসড়ক আইন,১৯২৫ অনুযায়ী নিরাপদ দূরত্বে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে;

১৭) উপরোক্ত শর্তসমূহের কোন একটি শর্ত লংঘিত হলে এ অনুমতি/বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে;

১৮) সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ডাটাবেইজে বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে;

১৯) এতদসংক্রান্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে;

২০) **বরাদ্দপত্র ইস্যুর তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যেই চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে। অন্যথায় এ অনুমতি/বরাদ্দ পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে;** এবং

২১) সম্পাদিত ইজারা চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি ইজারা চুক্তি সম্পাদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

০২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং ইজারা গ্রহীতা (সৈয়দ মনজুর রাশেদ, প্রজেক্ট ম্যানেজার, হবিগঞ্জ এগ্রো লিমিটেড)-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির সত্যায়িত ছায়ালিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩৬০
sasestate@rthd.gov.bd

প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৩.১৮.০৮৪.১৮-৩৫৭/১(৬)

তারিখঃ ২৮ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ / ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলঃ

০১. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, সিলেট জোন, সিলেট
০২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এমআইএস এন্ড এষ্টেটস সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
০৩. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
০৪. সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (**ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ**)
০৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগ, হবিগঞ্জ
০৬. সৈয়দ মনজুর রাশেদ, প্রজেক্ট ম্যানেজার, হবিগঞ্জ এগ্রো লিমিটেড, হবিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, অলিপুর, হবিগঞ্জ

(মোঃ গোলাম জিলানী)
সিনিয়র সহকারী সচিব